গাংনী মেয়র আহম্মেদ আলীর বিরুদ্ধে সংবাদ সম্মেলন

গাংনী পৌরসভার মেয়র আহম্মেদ আলীকে নব্য এরশাদ শিকদার আখ্যায়িত করলেন মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সহসভাপতি মো: শাহিদুজ্জামান শিপু।

শাহিদুজ্জামান শিপু তার নিজ ফেইসবুক পেইজে গাংনী পৌরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডে পানির পাইপ লাইনের নামে রাস্তা খুঁড়াখুড়ির মাধ্যমে জনদুর্ভোগের তুলে ধরেছিলেন। এনিয়ে গাংনী পৌরসভার মেয়র আহম্মেদ আলী আমাকে উদ্দেশ্যে করে কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য দেন।

এর প্রতিবাদে গতকাল বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় তার নিজ কার্যালয়ে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে এসব অভিযোগ করেন।

এসময় গাংনী বাজার কমিটির নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক মো: রফিক, সাবেক ছাত্রনেতা জুবায়ের হোসেন উজ্জলহ ছাত্রনেতারা উপস্থিত ছিলেন।

শাহিদুজ্জামান শিপু অভিযোগ করেন, আমি মেয়র প্রার্থী ছিলাম বলে মেয়র আহম্মেদ আলী আমার বাড়ির সামনের রাস্তা খুড়াখুড়ি করেছে, রাস্তার লাইট পর্যন্ত কেটে দিয়েছেন। গাংনী পৌরসভার বিভিন্ন ওয়ার্ডের দূর্ভোগ প্রাকৃতিক নয়, এটি মানুষ্য সৃষ্টি দূর্ভোগ।

তিনি বলেন, স্থানীয় মেহেরপুর প্রতিদিন পত্রিকাতে পৌরসভার দূর্ভোগ নিয়ে একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। সেখানে মেয়র আহম্মেদ আলীর পৌরসভার উন্নয়ন নিয়ে তার ভাবনা বাদ দিয়ে মানুষের কষ্টের কথাগেুলো না বলে সে সরাসরি আমার নামে বিদ্রুপ মন্তব্য করেন। আমাকে ক্যাসিনো ব্যবসায়ী ও সুদ কারবারী বলেছেন।

তিনি প্রশ্ন করে বলেন ক্যাসিনো ব্যবসার জন্য বোর্ডসহ অন্যান্য সরঞ্জাম লাগে। আমার এখানে কি এ ধরণের কোনো সরঞ্জাম আছে?

তিনি মেয়র আহম্মেদ আলীর উদ্দ্যেশ্যে বলেন ক্যাসিনো এবং সুদ নিয়ে আপনার কাছে প্রমাণপত্র থাকলে সরাসরি আমার মুখোমুখি হন।

শিপু বলেন আমি সিগারেট না খেলেও মেয়র আহম্মেদ আলী, আমাকে মাদক সম্রাট, ক্যাসিনো ব্যবসায়ী বানিয়ে মাঝে মাঝে দরখাস্ত করেন। তিনি

প্রশ্ন করেন উনি (মেয়র আহম্মেদ)আমাকে কি পেয়েছেন ?

শাহিদুজ্জামান শিপু অভিযোগ করেন মালশাদহ গ্রামের বদিকে দিয়ে বাজারে চাঁদা তুলে আবার তাকে গুম হত্যা ঘটিয়ে অন্যের বিরুদ্ধে মামলা চাপিয়েছেন।

তিনি বলেন, নির্বাচনের আগে এলাঙ্গীর বীলে তার হাঁসের খামার ছিল।প্রাকৃতিক দূর্যাগে তার হাঁস মারা গিয়েছিল।যার জন্য তিনি সরকারি বিভিন্ন দফতর ও জাতীয় সংসদ সদস্যের কাছে অনুদানের আবেদন করেছিলেন। অথচ, তিনি মেয়র হওয়ার সাথে সাথে কি এমন আলাউদ্দীনের চেরাগ হাতে পেলেন চার চাকার গাড়ি পেয়ে গেলেন। প্রশ্ন রাখেন তিনি।

শিপু বলেন. আহম্মেদ আলী মেয়র নির্বাচিত হওয়ার পর গাংনী পৌরবাসি নয়, কয়েকটি পরিবারের উন্নতি হয়েছে। আর সাংগাঠনিকভাবে উন্নতি হয়েছে মালশাদহ গ্রামের বিএনপি নেতা ময়না হার্ডওয়্যারের মালিক জিয়ার।

তিনি বলেন, পৌরবাসির দূর্ভোগের বিষটি তিনি না দেখে ব্যাক্তি শিপুর উপর আঘাত হানছেন। তিনি হুশিয়ারী দিয়ে বলেন, আমাকে আঘাত দিলে আপনার (মেয়র) এমন কোনো খুটি নাটি বিষয় নাই যা আমার কাছে নেই।আপনার এ্যাবিডেন্স আমরা পাবলিক করলে মুখ দেখাতে পারবেন না।

তিনি গাংনী হাইস্কুল ফুটবল মাঠের কথা তুলে ধরে বলেন ফুটবল মাঠের মাটিতে এখন শামুক চরছে। এই শামুক থাকা পর্যন্ত মাঠ ভাল হবেনা।

তিনি বলেন, গাংনী পৌরসভার উন্নয়ন কাজের কে ঠিকাদার এখন পর্যন্ত কেউ জানেনা। অথচ তার কাছে চাঁদা চাওয়ার প্রশ্ন মিথ্যা অভিযোগ এনেছেন। আমার কাছে কোনো চাঁদাবাজ সন্ত্রাসী থাকেনা। মেয়র আহম্মেদ আপনি জোড়া হত্যা মামলার আসামি ও চাঁদাবাজ পুঁষে রাখেন।

তিনি বলেন, জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রীর নাম ভাঙ্গিয়ে খুলনার এরশাদ শিকদারের মত গাংনীতে আরেকটি নতুন এরশাদ তৈরী হয়েছে। অথচ জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী অত্যন্ত ভদ্র ও সৎ মানুষ। প্রতিমন্ত্রীর কানে বিষয়টি গেলে তিনি এবিষয়ে ভূমিকা নেবেন বলে আমি বিশ্বাস করি।

তিনি মেয়র আহম্মেদের এ ধরণের কুরুচিপূর্ণ বক্তব্যের তীব্র নিন্দা জানান।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

গাংনী জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ উপলক্ষে সনদপত্র ও পুরষ্কার বিতরণ

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ -২০২২ এর সনদপত্র ও পুরষ্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার বিকালে উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের আয়োজনে উপজেলা পরিষদ সভাকক্ষে আয়োজিত হয়।

অনুষ্ঠানে উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানম এর সভাপতিত্বে এবং উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের একাডেমিক সুপারভাইজার আব্দুল্লাহ আল মাসুমের এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর ২ আসনের সংসদ সদস্য ও গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সাহিদুজ্জামান খোকন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন গাংনী পৌরসভার মেয়র আহমেদ আলী।অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার ও জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ উৎযাপন কমিটির সদস্য সচিব মীর হাবিবুল বাসার ।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান প্রধান, শ্রেষ্ঠ শ্রেণী শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীদের ক্রেষ্ট ও সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপজেলা শিক্ষা অফিসের কর্মকর্তাগণ সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানগণ,শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীরা উপস্থিত ছিলেন।

গাংনী প্রকল্প বাস্তবায়ন

অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কর্মবিরতি পালন

৫ দফা দাবিতে গাংনী উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসের কর্মকর্তা/ কর্মচারীরা কর্মবিরতি পালন করেছেন ।

কেন্দ্রীয় কর্মসুচীর অংশ হিসেবে ৫ দফা দাবিতে প্রস্তাবিত জনবল কাঠামো ও নিয়োগ বিধি বাস্তবায়নের দাবিতে এ কর্মসূচি পালন করেন তারা।

গাংনী উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (পিআইও) প্রকৌশলী নিরঞ্জন চক্রবর্তীর নেতৃত্বে মঙ্গলবার (১৩ সেপ্টেম্বর) সকাল ৮ টা থেকে বেলা ১২ টা পর্যন্ত উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তার কার্যালয়ের সামনে এই কর্মবিরতি পালন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন, উপসহকারী প্রকৌশলী আলীমুল রেজা, কার্য্য সহকারি শাহিন রেজা, অফিস সহায়ক হাবিবুর রহমানসহ অন্যান্য কর্মচারীরা।

আগামী বৃহস্পতিবার ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আমাদের এ কর্মবিরতি চলবে। দাবি মানা না হলে আগামি ১৫ সেপ্টেম্বর দাবি আদায়ের লক্ষ্যে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বরাবর স্মারকলিপি দেওয়া হবে।

গাংনী পৌর শহর যেন ভাগাড়!

সমস্যায় জর্জরিত গাংনী পৌরসভার ওয়ার্ডগুলো। অপরকিল্পিত ও যত্রতত্র খোঁড়া-খুড়ি, দ্বিতীয় শ্রেনীর এই গাংনী পৌরসভার বিভিন্ন এলাকা এখন ভাগাড়ে পরিনত হয়েছে। এ নিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সমালোচনার ঝড় বইছে। পৌর এলাকার অনেকেই ফেসবুকে লাইভ সম্প্রচার করে জনদুর্ভোগের বিষয়গুলো উঠিয়ে নিয়ে এসেছেন। তবে পৌর মেয়র বলছেন, কিছু কাজ চলমান থাকায় বৃষ্টির কারণে দুর্ভোগ হয়েছে। কয়েকটি কাজ চলমান আছে, আরো বড় কয়েকটি কাজ দ্রুত শুরু হলেও পৌরসভার চিত্র পাল্টে যাবে।

কাদা। সামান্য বৃষ্টিতেই কাদার সাথে জমে থাকে হাঁটুপানি। ফলে জনদুর্ভোগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

ৎএ ছাড়া পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা না থাকায় পৌর শহরের সব সড়কেই পানি জমে থাকে। ফলে সামান্য বৃষ্টিতেই চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়ে সড়কগুলো। বর্ষা মৌসুমে জনসাধারণের ভোগান্তি বেড়েছে কয়েকগুণ। বিশেষ করে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের অসহনীয় দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে। বর্তমান মেয়র আহম্মেদ আলী নির্বাচিত হওয়ার পর পৌর এলাকার রাস্তাঘাট প্রায় ৮০ ভাগ অচল হয়ে পড়েছে। পানির লাইন নির্মানের নামে ভাল রাস্তাগুলো অযাচিতভাবে খোড়াখুড়ি করে চলাচলের অযোগ্য করে ফেলেছেন। ফলে মানুষের দূর্ভোগ বেড়েছে। সড়কের দুপাশে পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকায় সামান্য বৃষ্টি এলেই হাঁটু পানি জমে থাকে।

এ ব্যাপারে সন্ধানী স্কুল এন্ড কলেজের শিক্ষার্থী আবির হোসেন, রাসেল ও লিমা খাতুন বলেন, ভাঙা রাস্তায় পানি জমে থাকায় আমাদের স্কুলে আসতে অনেক কষ্ট হয়। এ ছাড়া বিদ্যালয়ের সামনে পানি জমে নর্দমার সৃষ্টি হয়। তাই দ্রুত এ সড়কটি সংস্কারের দাবি জানাই।

এ ব্যাপারে সাইফুল ইসলাম শিপু বলেন, রাস্তা নয়, যেন নর্দমার খাল। সামান্য বৃষ্টিতেই তলিয়ে যায় জরাজীর্ণ সড়কটিগুলো। ফলে প্রতিদিনই দুর্ঘটনা ঘটে থাকে এই সড়কে। তিনি বলেন, বর্তমান উন্নয়নের সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা উন্নয়নের গণজোয়ারে দেশকে এগিয়ে নিচ্ছেন। অথচ, গাংনী পৌরসভার মেয়র সেই উন্নয়ন থেকে পৌরবাসিকে পিছিয়ে দিচ্ছেন।
গাংনী বাজার কমিটির নবনির্বাচিত সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ রফিক বলেন, প্রতিটি সড়কই চলাচলের অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। ফলে নাগরিক সুবিধা পাচ্ছে না পৌরবাসী। ব্যবসায়ীদের দোকান পাটের সামনে ময়লা আবর্জনার স্তুপ জমে থাকলেও পৌর কর্তৃপক্ষের কোনো নজর নেই। পৌরসভার যেদিকে তাকানো যায় সেদিকেই ভাগাড় মনে হয়। তিনি অবিলম্বে ব্যবসায়ীদের দোকান পাটের সামনে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখার জন্য অনুরোধ করেন। নাহলে ব্যবসায়ীরা পৌর ট্যাক্◌্র দেবেনা বলেও জানান তিনি।

৮নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা রমেছা খাতুন ও নিমসারন নেছা বলেন, আমরা এখন পৌরসভার নামে গ্রামেই বসবাস করছি। এই রাস্তা দিয়ে হেটে যেতে গিয়ে পাড়ার এক নারী পড়ে গিয়ে পা ভেঙ্গে গিয়েছে।

৭নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা আক্কাছ আলী বলেন, ড্রেনেজ ব্যবস্থা না থাকায় রাস্তার উপরেই হাঁটু পানি জমে থাকে। স্কুল কলেজের শিক্ষার্থী ছাড়াও সাধারণ মানুষের নাকাল বাড়ে।

ক্রীড়ামোদি রোকনুজ্জমান বলেন, গাংনীর ক্রীড়াবিদদের একমাত্র খেলার মাঠ গাংনী হাইস্কুল ফুটবল মাঠটিতে কয়েক গাড়ি মাটি এনে ফেলে রেখে সেটিও রুদ্ধ করে ফেলেছেন মেয়র। এখন আর সেখানে খেলতে পারছেনা কোমলমতি ছেলেরা। এছাড়া এখানে সেখানে আবর্জনা আর ময়লার স্তুপ জমে থাকে সব সময়। সবমিলিয়ে গাংনী পৌরসভার বিভিন্ন স্থান এখন ভাগাড়ে পরিণত হয়েছে।

প্রায় ২১ বছর বয়সী দ্বিতীয় শ্রেনীর এই পৌরসভায় নেই শিশুপার্ক বা জনগণের বিনোদনের কোনো ব্যবস্থা। ব্যবহারযোগ্য কোনো শৌচাগারও নেই বেশিরভাগ স্থানে। বেশিরভাগ স্থানে নেই সুপেয় পানির ব্যবস্থা। পৌরসভা দ্বিতীয় শ্রেণিতে উন্নীত হলেও বাস্তবে পৌরসভায় নেই উন্নয়নের ছোঁয়া। গাংনী পৌর মেয়র আহম্মেদ আলী বলেন, পৌরসভার কয়েকটি সড়কে কাজ চলছে। এরই মধ্যে বৃষ্টি হওয়ায় মানুষের চলাচলে কিছুটা ভোগান্তী হচ্ছে। তবে কিছু কাজ চলছে, বড় প্রকল্পের কাজ শিঘ্রই শুরু হবে তখন দৃশ্যমান উন্নয়ন দেখা যাবে। কারণ প্রকল্প আনা অনেক কঠিন কাজ।

গত পরশু দিন ৪ কোটি ৭০ লাখ টাকা পেয়েছি বিভিন্ন মহল্লার পকেট রাস্তাগুলো হিয়ারিং কাজের জন্য। দ্রুত সে কাজ শুরু হবে। ইতোমধ্যে ১৮ কোটি টাকার ড্রেণ নির্মাণের কাজ চলছে, ২৩ কোটি প্রকল্পের পানির লাইনের কাজ চলছে, ইউজিপি-৪ এর ১০০ কোটি টাকার কাজ দ্রুত শুরু হবে। কাজগুলো সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন হলে উন্নয়নে চিত্র দেখা যাবে।

পাল্টা অভিযোগ করে মেয়র আহম্মেদ আলী বলেন, দুদিনের বৃষ্টিতে একটু পানি জমেছে আর ক্যাসিনো ব্যবসায়ী শিপুর এগুলো সহ্য হচ্ছে না। সে কিভাবে ক্যাসিনো ব্যবসা করে, কিভাবে সে এত টাকার মালিক হলো সেগুলো নিয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য আমি প্রশাসনের কাছে আহবান জানাচ্ছি।

গাংনীতে ঋণ দেয়ার কথা বলে উধাও পল্লী উন্নয়ন সমিতি

মেহেরপুরের গাংনীর বামুন্দি এলাকার বিভিন্ন গ্রামে ঋণ দেবার কথা বলে জামানতের কয়েক লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিয়ে উধাও হয়েছে একটি প্রতারক চক্র।

পল্লী উন্নয়ন সমিতির ব্যানারে গাংনীর ছাতিয়ান গ্রামে অফিস খুলে বসেন প্রতারক চক্রটি। আকর্শনীয় অফারে কয়েকদিনের ব্যাবধানে জামানতের টাকা নিয়ে রাতারাতি আত্মগোপন করেন তারা। সমিতির ব্যবস্থাপক ও সদস্যদের পরিচয় সনাক্ত করা সম্ভব না হলেও তাদের ব্যবহৃত মোবাইল ফোন নম্বর দিয়ে গাংনী থানায় একটি অভিযোগ দিয়েছেন ভুক্তভোগিরা। গাংনী থানা পুলিশ বলছেন বিষয়টি খোজ খবর নেয়া হচ্ছে এবং প্রতারক চক্রটিকে গ্রেফতারের তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে।

এদিকে উপজেলা প্রশাসন বলছেন এসব সচেতনাতার অভাব। খোঁজ খবর না নিয়ে যার তার হাতে টাকা দেয়া মানুষের বোকামি ছাড়া কিছুই না। এখন আগের তুলনায় মানুষ অনেকটা সচেতন হয়েছে। তবুও মানুষ ঠকলে কিছুই করার থাকেনা।

গাংনীর আকুবপুর গ্রামের কাজলী খাতুন জানান, এ উপজেলার ছাতিয়ান গ্রামের বজলুর রহমানের বাড়ি ভাড়া নিয়ে অফিস খুলে বসেন আশিক নামের এক যুবক। নিজেকে পল্লী উন্নয়ন সমিতির শাখা ব্যবস্থাপক পরিচয় দিয়ে একটি সাইনবোর্ড সর্বস্ব অফিস খুলে বিভিন্ন গ্রামে সমিতি গঠন করা শুরু করে।

ইতোমধ্যে এক লক্ষ টাকা করে ঋণ দেবার প্রতিশ্রতি দিয়ে তার কাছ থেকে জামানত হিসেবে নেয়া হয় ১০ হাজার ৫০০ টাকা, একই হারে দিপুর স্ত্রী মাবিয়া খাতুন, সজিবের স্ত্রী সজনি খাতুন, কুরবান আলীর স্ত্রী স্বপ্না, লাল্টুর স্ত্রী পপি খাতুনের কাছ থেকে ৫০ হাজার টাকা লোন দেয়ার কথা বলে পাঁচ হাজার ৫০০ টাকা, রাশিদুলের স্ত্রী বেবেকা খাতুনের সাথে দেড় হাজার টাকাসহ বিভিন্ন মানুষের কাছ থেকে কয়েক লক্ষ টাকা উত্তোলন করে। এক সপ্তাহ পর ঋণ দেবার কথা থাকলেও পরে অফিসে তালা ঝুলিয়ে আত্নগোন করে আশিক ও তার সহকর্মিরা।

পরে ভুক্তভোগীরা সমিতির লোকজনের সাথে যোগাযোগ করতে না পেরে

ছাতিয়ান গ্রামে গিয়ে দেখেন অফিস তালাবদ্ধ। এবং আশিকের মোবাইল ফোনটিও বন্ধ । শুধু আকুবপুর গ্রামেই নয় উপজেলার মটমুড়া, বাওট, মহম্মদপুর গ্রামের অন্তত দেড়শতাধিক নারীদের সাথে টাকা উত্তোলন করে প্রতারকচক্রটি। ভুক্তভোগী স্বপ্না খাতুন জানান, সাপ্তাহিক দেড় হাজার টাকা সুদের ওপর সাড়ে দশ হাজার টাকা তুলে দেয়া হয় আশিকের হাতে। এখন অফিস ও মোবাইল দুটোই বন্ধ। আমি এখন কি করে ধারের টাকা পরিশোধ করবো তা ভেবে দিশেহারা হয়ে পড়েছি।

এবিষয়ে কথিত শাখা ব্যবস্থাপক শাহিনের ব্যবহৃত মোবাইল নাম্বার ০১৯১৭৫৬৯৭২৬ ও ০১৯১৬৭৬৫৮০২ এ কল করে বন্ধ পাওয়া গেছে। সমিতির কার্যালয় গুটিয়ে নেয়ার বিষয়টি নিশ্চিত হয়ে গাংনী থানায় একটি লিখিত অভিযোগ করেছেন প্রতারণার শিকার গ্রাহকগন। মেহেরপুর জেলা এজিও ফোরামের সভাপতি মুহাঃ মোশারফ হোসেন বলেন, গ্রামে গ্রামে যারা যাকা তুলে বেড়ায় ঋণ দেবার জন্য তাদের অব্যশই উপজেলা নির্বাহী অঅফিসার কিংবা এনজিও সংশ্লিষ্টদের সাথে খোজ খবর না নিয়ে কারো হাতে টাকা দিয়ে প্রতারিত না হওয়ার পরামর্শ দেন তিনি।

গাংনী থানার অফিসার ইনচার্জ(ওসি) আব্দুর রাজ্জাক জানান, এসংক্রান্ত একটি লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। আত্নগোপনে থাকা সমিতির শাখা ব্যবস্থাপক শাহিনসহ সকলকে খুঁজে বেরকরে আইনের আওতায় আনার চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মৌসুমী খানম জানান, যারা সমিতি থেকে ঋণ নেন তারা সমাজের খুবই অসহায় দরিদ্র মানুষ। এমন অসহায় মানুষদের সাথে যারা প্রতারণা করেছে তাদের আইনের আওতায় আনা দরকার সেজন্য প্রয়োজন সাধারণ মানুষের সহায়তা। তাদেরকে চিনতে পারলে অবশ্যই পুলিশ কিংবা উপজেলা প্রশানকে খবর দেয়ার অনুরোধ করেন তিনি।

গাংনীর ষোলটাকা ইউনিয়নে

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

গাংনীতে গ্রীষ্মকালীন ফাইনাল খেলায় প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ

৪৯ তম বাংলাদেশ জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরী শিক্ষা গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ ও সমাপনী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

গতকাল শনিবার (১০ সেপ্টেম্বর) বিকেল ৪ টার সময় গাংনী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিস ও উপজেলা স্কুল ক্রীড়া সমিতির আয়োজনে জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় ফুটবল মাঠে ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত হয়।

ফাইনাল খেলায় জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় ফুটবল দল (বালক) ২-১ গোলে বাওট সোলায়মানী মাধ্যমিক বিদ্যালয় ফুটবল দলকে পরাজিত করে উপজেলা পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

এছাড়া জোড়পুকুরিয়া ফুটবল মাঠের ফাইনাল খেলার সভাপতিত্ব করেন গাংনী উপজেলা নিবার্হী অফিসার ও আয়োজক কমিটির সভাপতি মৌসুমী খানম।

সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে পুরস্কার বিতরণ করেন মেহেরপুর-২ আসনের জাতীয় সংসদ সদস্য মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন।

এর আগে খেলার উদ্বোধন করেন গাংনী উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক।

গাংনী উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মীর হাবিবুল বাসার, জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হাসান আল নূরানী, লুৎফুন্নেছা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সৈয়দ জাকির হোসেন, হিজলবাড়ীয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মনিরুজ্জামান, বাওট সোলায়মানী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান

শিক্ষক সোহরাব হোসেন, গাংনী পৌর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক আরবিজিএম মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হাবিবুর রহমান লিখনসহ বিভিন্ন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

খেলার ফলাফল শীট অনুযায়ী জানা গেছে, জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় ফুটবল (বালক-বালিকা) প্রতিযোগিতায় হ্যান্ডবল ও কাবাডী (বালক) প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়। অন্যদিকে কাবাডী ও হ্যান্ডবলে(বালিকা) জেটিএস মাধ্যমিক বিদ্যালয় উপজেলা চ্যাম্পিয়ন হয়।